দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... DEC. 1 9 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

174

ক্যাম্পাসের পরিবেশ ছিল অবরুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ত্রিশ বছর পর আবার সমাবর্তন অনুষ্ঠান হলো শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু সে অনুষ্ঠানে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। ৪০তম সমাবর্তন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাজে সাজানো হয়েছিল ক্যাম্পাস, কিন্তু পরিবেশ ছিল থমথমে, ছাত্রছাত্রীরা ছিল নিজ নিজ হলে অবরুদ্ধ। কয়েক হাজার পুলিশ এবং সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের ছাড়া আর কারও পদচারণা ছিল না শনিবার ক্যাম্পাসে।

গোলযোগের আশঙ্কায় শুক্রবার রাত হতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে পুলিশ। ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশী হামলার পর রাতেই বিরোধী ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা আবাসিক হলগুলো ত্যাগ করে চলে যায়। সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিরোধী পক্ষের হামলার মোকাবিলায় ক্যাম্পাসের প্রবেশ পথগুলোতে নিজস্ব কর্মী বাহিনী জমায়েত করার সিদ্ধান্ত

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর আগমনে ছাত্রলীগ কর্মী

রোকেয়া হলের গেটে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা —জনকণ্ঠ

ক্যাম্পাসের পরিবেশ

(প্রথম পাতার পর)

নেয়। শুক্রবার রাতে ছাত্রলীগের অনেক সাবেক নেতাকে মধুর ক্যান্টিনে দেখা যায়।

শনিবার সকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল অবরুদ্ধ। শাহবাগ, নীলক্ষেত, দোয়েল চত্বর, পলাশীর মোড় এবং চাঁনখার পুল জল কামানবাহী গাড়িসহ বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়। এই পাঁচটি পয়েন্টে সকাল থেকেই ছাত্রলীগের কর্মীরা অবস্থান নেয়। ব্যান্ড পার্টির বাজনার সঙ্গে ছাত্রলীগের কর্মীরা বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা অতিথি, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের স্বাগত জানায়। ঢাকার বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধিরা ক্যাম্পাসে আসেন পুলিশ এসকর্ট নিয়ে। অবশ্য নগরীতে এ সময়ে ছাত্রদলের আহ্বানে ও বিরোধী দলের সমর্থনে চলছিল আধাবেলা হরতাল।

মধুর ক্যান্টিন এলাকা পুলিশ সকাল হতেই অবরুদ্ধ করে রাখে। সকাল দশটা পর্যন্ত এখানে ছিল খাঁ খাঁ শূন্যতা। বেলা এগারোটায় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের গুটিকয় কর্মী একটি মিছিল বের করার চেষ্টা করলে কলাভবনের গেটে পুলিশ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ছাত্রঐক্যের নেতারা অভিযোগ করেন যে, ছাত্রলীগ কর্মীরা তাঁদের গালিগালাজ করে।

রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের গেটে সকালেই তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয় যাতে মেয়েরা বাইরে বেরুতে না পারে। রোকেয়া হলের গেটে এ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ উত্তেজনা বিরাজ করে। রোকেয়া হলের ভিতরে গেটের সামনে জড়ো হওয়া কয়েক শ' ছাত্রী তাদের আটকে রাখার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এদের বেশিরভাগই ছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সমর্থক। ছাত্রীরা হলের ভিতর থেকে বাইরে পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছুড়ে মারে। এক পুলিশ কর্মকর্তা ছাত্রীদের নিরস্ত্র করতে গেলে তার মুখে চুন মারিয়ে দেয়া হয়। দুপুর একটা পর্যন্ত ছাত্রীরা এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ছাত্রদের হলেও সকাল থেকে কড়া পুলিশ প্রহরা ছিল যাতে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা বেরুতে না পারে। ক্যাম্পাসে গতকাল সমাবর্তনে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্যদের প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। দুপুর বারোটার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্য অতিথিবর্গ ক্যাম্পাস ত্যাগ করলে নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করা হয়।

বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো শনিবার সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সময় ক্যাম্পাসকে অবরুদ্ধ করে রাখার নিন্দা করেছে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতারা বলেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সময় উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবর্তে ক্যাম্পাসে ছিল কবরের নিস্তব্ধতা। বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর নেতারা বলেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠান এবং অমর্ত্য সেনকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদানের ঘোষণা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তা ম্লান হয়ে যায়।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বলেন, হাজার হাজার পুলিশ ও দলীয় মস্তান দ্বারা ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের যে নাটক কর্তৃপক্ষ মঞ্চস্থ করেছেন তা ছাত্রসমাজ প্রত্যাখ্যান করেছে।